দৈনিক ইনকিলাব

MAR 25 2002

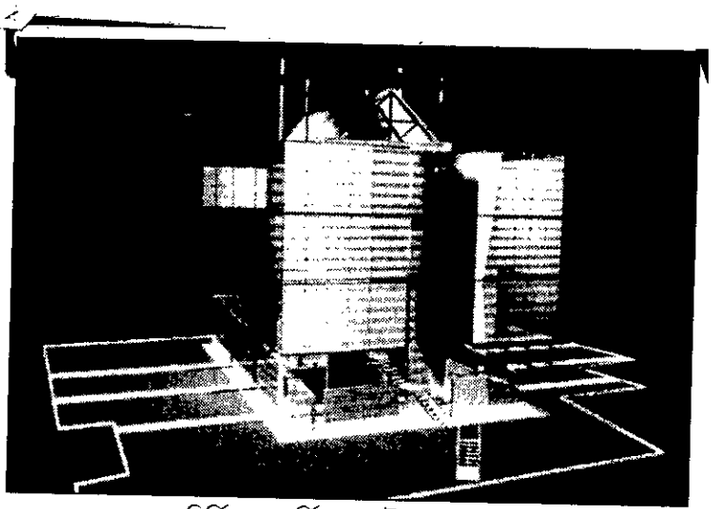

নির্মিতব্য পার্সিয়ান সেন্টারের নকশা

৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাঃবিঃতে পার্সিয়ান সেন্টারের নির্মাণ বন্ধে গভীর চক্রান্তের অভিযোগ

মুহাম্মদ যাকারিয়া ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরান সরকারের অর্থায়নে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ-ইরান সেন্টার ফর পার্সিয়ান স্টাডিজ ভবন'। পার্সিয়ান স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন হিসেবে নির্মিতব্য ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে সহায়তা করবে। এদিকে পরিবেশ রক্ষার অজুহাত তুলে ভবনটির নির্মাণ বন্ধে একটি স্বার্থান্বেষী মহল গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সাইয়েদ কামাল খাররাজী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও ডাকসু ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে এ ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। গত বছর সাইট সিলেকশন কমিটি বর্তমান স্থান নির্ধারণ করে। তৎকালীন ভিসি ইরান সফরের সময় ভবন নির্মাণের ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ করে আসেন। পার্সিয়ান সংস্কৃতি ও শিক্ষা উন্নয়নে ভবন নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট সিলেকশন কমিটি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাবিত লাইব্রেরীর সম্মুখের স্থানটি ভবন নির্মাণের জন্য উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

চার তলাবিশিষ্ট এ ভবনের স্থপতি হলেন কামরান সাফামোনাস। নকশা অনুযায়ী ভবনটির আকৃতি হবে উড়ন্ত পাখির মত। এতে থাকবে ৩০০ আসনের একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম, সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, ২০টি ক্লাসরুম, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরী, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ৩টি কমন রুম। ইরানী গ্রানাইট পাথর, মার্বেল ও দামী কাচ দিয়ে নির্মিতব্য পার্সিয়ান সেন্টারের চারপাশে থাকবে কাচ দিয়ে ঘেরা ভাসমান লেক। পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর আশপাশে থাকবে নানা বৃক্ষরাজি ও ফুলের বাগান। এটা শুধু ভবনই নয় বরং স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন হবে বলেও মন্তব্য করেছেন নির্মাণকাজে সংশ্লিষ্ট এক প্রকৌশলী।

এদিকে ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা ও উক্ত এলাকার নান্দনিক সৌন্দর্য ব্যাহত করার অভিযোগ তুলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নির্মাণের বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করে। পরিবেশ রক্ষার তথাকথিত আন্দোলনের নামে একটি ইস্যু সৃষ্টি করে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'গাছ কাটার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। গাছ কাটার ফলে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে সামান্য নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না। ক্যাম্পাসের নান্দনিক সৌন্দর্য ব্যাহত হবে।' কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে বাম সমর্থিত কর্মীদের আন্দোলনে নিয়মিত লাইব্রেরী ওয়ার্ক করে এমন কেউ অংশ নিচ্ছে না। আন্দোলনকারীদের অভিযোগের ব্যাপারে সাইট সিলেকশন কমিটির বক্তব্য হচ্ছে, 'পার্সিয়ান স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন হিসেবে নির্মিত ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরও উন্নত করবে এবং ঐ এলাকার নান্দনিক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। ভবন নির্মাণের জন্য ১০/১১টি গাছ কাটা পড়বে, যার মধ্যে কয়েকটি গাছ অসুস্থ ও মৃত প্রায়। যা অপরিকল্পিতভাবে গজিয়েছে। তাছাড়া ভবনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যাবে। ভবনটির চারদিকে থাকবে নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি ও ফুলের বাগান, যা মূল ভবনের পরিকল্পনার অংশ।' সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ভবন নির্মাণ করতে ১২টি গাছ কাটা যাবে। তন্মধ্যে বরইগাছ ৪টি, ডাবগাছ ৫টি। এর মধ্যে ৪টি মৃত ও বাকি ছোট ৩/৪টি সুপারী গাছ। এ অবস্থায় পরিবেশ ব্যাহত বা নান্দনিক সৌন্দর্যহানির অভিযোগ তুলে যারা ভবন নির্মাণের বিরোধিতা করছে তারা হয়তো সঠিক তথ্য অবহিত না হয়েই করছে অথবা কোন মহল থেকে ইন্ধন পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে বলে সম্প্রতি সাইট সিলেকশন কমিটির সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

এছাড়া বিগত কয়েক বছরে কয়েকটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমানে শ্রেণীকক্ষ, অফিস ও শিক্ষকদের বসার ঘরের স্থান সংকুলান করতে নতুন ভবন নির্মাণ জরুরী হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় যে মুহূর্তে এ ধরনের একটি ভবন নির্মাণে অভাব পূরণে সহায়তা করবে সে মুহূর্তে নির্মাণের এ বিরোধিতার যৌক্তিকতা নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজী বিভাগের এক ছাত্রের মন্তব্য, 'পার্সিয়ান না হয়ে রাশিয়ান সেন্টার নির্মাণ করা হলে হয়তো এ ধরনের বিরোধিতা আসত না।' 'আন্দোলনকারীরা স্বার্থান্বেষী কয়েকটি এনজিওর মদদপুষ্ট হয়ে মাঠে নেমেছে'– এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে।